**AKASHVANI SILCHAR**

**REGIONAL NEWS UNIT**

**BENGALI**

**DATE: 05-04-2025** **TIME: 7:45 PM**

---

(১) রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আজ অভিবাসন ও বিদেশী বিল-২০২৫ এ অনুমোদন/

(২) আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে থাকা সীমা বিবাদ বর্তমান ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমেই সম্পুর্ণরূপে সমাধান করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রকাশ/

(৩) উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের সম্পূর্ণ হওয়া বিষয়গুলির পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের লাভ করা নম্বর অর্ন্তভুক্তির জন্য আজ থেকে পোর্টাল খোলা/

(৪) গৌহাটি হাইকোর্টের আজ প্রতিষ্ঠা দিবস/ মুখ্যমন্ত্রীর এই আদালত প্রতিষ্ঠার পেছনে থাকা ব্যক্তিদের স্মরণ/

---

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু অভিবাসন এবং বিদেশি বিল ২০২৫-এ অনুমোদন জানিয়েছেন । এই বিলের মাধ্যমে ভারতে বিদেশী অভিবাসন এবং প্রবজন এবং এখানে বসবাস সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা হবে । ভারতে প্রবেশ করা আইন ২০২০ , বিদেশী পঞ্জীয়ন আইন ১৯৩৯ , বিদেশী আইন ১৯৪৬ এবং অভিবাসন আইন ২০০০-এর পরিবর্তন করে এই আইন প্রস্তুত করা হয়েছে । এ সপ্তাহের শুরুতে সংসদে গৃহিত হওয়া এই বিলটিতে রাষ্ট্রপতি আজ অনুমোদন জানিয়েছেন । এই আইনের মাধ্যমে অভিবাসন সম্পর্কীত আগের নীতিগুলির সংশোধন করা হয়েছে । এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার ভ্রমণের নথিপত্র , ভিসা এবং পঞ্জীয়ন সম্পর্কীত বেশকিছু ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে প্রদান করেছে । নতুন আইন অনুসারে ভারতে প্রবেশ করা , ভারতে বসবাস করা অথবা ভারত থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য ভূয় নথিপত্র ব্যবহার করা এবং এ ধরণের নথিপত্র সরবরাহ করা লোকেদের ৭ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং নগদ ১০ লক্ষ টাকার জরিমানা করার ব্যবস্থা রয়েছে ।

---

কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজ নতুনদিল্লিতে ৬২তম জাতীয় সামুদ্রিক দিবস উপলক্ষে সামুদ্রিক সচেতনতা ওয়াকাথনের উদ্বোধন করেছেন । এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণপ্রসঙ্গে শ্রী সনোয়াল বলেন যে- দেশের জনসাধারণের ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগানো উচিত । তিনি আরো বলেন- ভারতকে বিশ্বের মধ্যে উন্নত সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যুব সমাজকে এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে । ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্র দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বলেও শ্রী সনোয়াল উল্লেখ করেন ।

---

মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ অরুণাচল প্রদেশে আয়োজিত মপিন উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন । অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব এবং পশ্চিম সিয়াং জেলার গালো জনগিষ্ঠীর লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এই উৎসব পালন করে আসছে । প্রকৃতির শক্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য উদযাপন করা মপিন উৎসবে অংশ গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাকে ওই উৎসবে আমন্ত্রণ করার জন্য ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এবং গালো জনগোষ্ঠীর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান । ডক্টর শর্মা বলেন যে অরুণাচল প্রদেশ এবং আসাম শুধুমাত্র ভৌগলিক দিক থেকেই নয় শতবছরব্যাপী ঐতিহ্য ও সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে ওঠেছে । তিনি বলেন যে মপিন উৎসবের মতই আসামে পালিত বহু উৎসবের মূল ভিত হচ্ছে প্রকৃতি।

**বাইট** ৪০ সেকেন্ড

ডক্টর শর্মা বলেন যে আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে থাকা সীমা বিবাদ বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা হবে ।

---

আসাম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের পরীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া বিষয়গুলিতে পরীক্ষার্থীর লাভ করা নম্বর অন্তর্ভুক্তির জন্য আজ থেকে পোর্টাল খুলে দিয়েছে । পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নম্বর অর্ন্তভুক্তির জন্য ২২ এপ্রিল পুনরায় পোর্টাল খোলা হবে বলে পর্ষদ জানিয়েছে । এই মর্মে জারী করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে পর্ষদ জানিয়েছে যে নম্বর অর্ন্তভুক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কসিট ডাউনলোড করতে পারবেন ।

---

আজ গৌহাটি হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা দিবস । ১৯শো ৪৮ সালের আজকের দিনটিতেই গৌহাটি হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । এই উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছেন যে রাজ্য তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ন্যায় ব্যবস্থার দৃষ্টিকোন থেকে আজকের দিনটি একটি উল্লেখযোগ্য দিন । এই আদালত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিদের স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ।

শিক্ষামন্ত্রী ডা রণোজ পেগু সামাজিক মাধ্যমযোগে বলেছেন যে আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচার ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গৌহাটি হাইকোর্টের দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসা সাংবিধানিক ভূমিকা একটি গৌরবময় অধ্যায় । ন্যায় , নৈতিকতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে অতুলনীয় অবদান যোগানো ব্যাক্তিদের স্মরণ করে শিক্ষামন্ত্রী তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ।

---

সন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে কাছাড় জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । এর অংশ হিসেবে কাছাড় জেলার আয়ুক্ত মৃদুল যাদব ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা অনুসারে সমগ্র জেলায় নীতি-নির্দেশিকা জারী করে বলেছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করা প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় প্রচুর জনসমাগম হওয়ায় জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে ফলে এখন থেকে প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি ছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কেন্দ্রে ৫ বা ততোধিক ব্যাক্তর জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এছাড়াও মনোনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কেন্দ্রের ১শো মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন ধরণের মিছিল এবং সভা করা যাবে না বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে ।

---

শ্রীভূমির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় নাগরিক সংহিতার ১৬৩ ধারার অধীনে ঐ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন । এতে জানানো হয়েছে যে- জেলায় নাশকতাকারীদের চলাচলের সম্ভাবনার আশঙ্কায় আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা সৃষ্টি না হওয়ার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । এছাড়া জেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে

গরু পাচার সহ অন্যান্য সামগ্রীর অবৈধ সরবরাহ রোধ করার উদ্দেশ্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । এই অনুসারে শ্রীভূমি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পাঁচশো মিটার এলাকায় সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত লোক চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এছাড়া কুশিয়ারা নদীতে সীমান্ত এলাকার পাশে নৌকো চালানোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । এবং শ্রীভূমি, বদরপুর, নিলাম বাজার ও পাথারকান্দির সার্কেল অফিসারের অনুমতি না নিয়ে কোনো ব্যক্তি ঐ জেলার সীমান্ত এলাকার পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ঠেলা, রিক্সা বা অন্যান্য গাড়ি দিয়ে চিনি, চাল, আটা, ভোজ্য তেল, কেরোসিন, লবণ ইত্যাদি বহন করে নিয়ে যেতে পারবেন না । তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্তব্যরত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না । পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে ।

---

**এদিকে** হাইলাকান্দির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ভারতীয় নাগরিক সংহিতার ১৬৩ ধারা অনুসারে ঐ জেলায় কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন । এর আওতায় প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ, র‍্যালি, জনসভা, নির্বাচনী প্রচারসভা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে । অনুমতি নিলেও রাত দশটার পর কোনো সভা করা যাবেনা । পাশাপাশি জেলায় কোনো মেলার আয়োজন করা যাবেনা । নির্বাচনী প্রচার অভিযানে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো ভাষণ অথবা বিদ্বেষ মূলক কোনো ভাষণ, শ্লোগান ইত্যাদি দেওয়া যাবেনা । কোনো ব্যানার, পোস্টার, দেওয়াল লিখন ইতাদিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নকারী অথবা ধর্মীয় কিংবা ভাষিক বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো আপত্তিকর প্রচার করা যাবেনা । এছাড়া কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনোধরণের দান গ্রহণ করা যাবেনা । একইসঙ্গে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সবধরণের আগ্নেয়াস্ত্র অবিলম্বে নিকটবর্তী পুলিশ থানায় জমা দিতে বলা হয়েছে ।